দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...26 SEP 1988...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

09

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা সপ্তাহ

গেল বছরের ন্যায় এ বছরও শিক্ষা সপ্তাহ একটা সাজ সাজ রব, জমজমাট পরিবেশ এবং দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে শেষ হল। নয়, দশ ও এগারই এপ্রিল শিল্পকলা একাডেমী একটা উপভোগ্য স্থান ছিল। ইতিপূর্বে ট্রাফিক সপ্তাহ, মশানিধন সপ্তাহ, পরিচ্ছন্ন অভিযান সপ্তাহ, বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ ইত্যাকার কথাবার্তা সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিফহাল ছিলাম। কিন্তু ১৯৮৭-এর শিক্ষা সপ্তার প্রারম্ভ, গতানুগতিক, নিরস শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জ।

প্রতিটি জেলাতেই জেলা প্রশাসক শিক্ষা সপ্তার জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ কমিটির একটি ছক বেঁধে দেয়া হয়।

উক্ত কমিটি নিজ নিজ জেলার জন্য একটি শ্রেষ্ঠ স্কুল, ১টি শ্রেষ্ঠ কলেজ, একটি শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা এবং বিদ্যালয় ও কলেজের জন্য দু'জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের প্রস্তাব রাখবেন।

১৯৮৭ সালে শ্রেষ্ঠ স্কুল নির্বাচনকল্পে কিছু মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। যেমন স্কুলের বিগত পাঁচ বছরের এসএসসি ও বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল, স্কুলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বছরের কার্যদিবসের সংখ্যা। '৮৭-তে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনের কোন ইঙ্গিত ছিল না।

১৯৮৮-তে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নির্বাচনটি সংযোজন করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, মাদ্রাসা শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসাকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে এ বছর। কোন একটি নিয়ম চালু করতে গেলে প্রাথমিক অবস্থায় অনেক কিছু সংযোজনের অপেক্ষায় থাকে। যতই দিন যায় নিয়মটিও সুন্দর হয়, সমালোচনার উর্ধ্বে ওঠে।

সদস্য সচিব হিসেবে জেলা শিক্ষা অফিসারগণ নিজ জেলার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে বিভিন্ন তথ্যাবলী সংগ্রহ করে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রেরণ করেন। কেবল শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার) প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন দলের নাচ, গান, যন্ত্রসংগীত, কেরাত, রচনা, বিতর্ক ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীর একটি তালিকা বিভাগীয় পর্যায়ে প্রেরণ করেন।

বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার সভাপতি, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সদস্য সচিব এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট সদস্যবৃন্দ বিভাগীয় প্রতিযোগীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করেন। বিভাগীয় পর্যায়ের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরাই জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়।

এ বছরের শিক্ষা সপ্তার সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ সপ্তাহ পালনের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। নিঃসন্দেহে সরকারের এ পদক্ষেপ সর্বজননন্দিত। আমরা আশা করবো, শিক্ষা সপ্তার এ শুভ উদ্যোগ আরো বিকশিত হয়ে দেশের অধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষককে পুরস্কৃত হওয়ার সুযোগ দেবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা সপ্তাহ অবশ্যই একটি আনন্দের জোয়ার। মাতৃদুগ্ধে সন্তানের অধিকারের ন্যায় দেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ন্যায্য দাবী আছে। কিন্তু অনুষ্ঠানটি এত তড়িঘড়ি করে করতে হয় যে, সময়ের স্বল্পতার দরুন সব কিছু সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কিছু হতাশা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তাই অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ১ মাস আগে প্রয়োজনীয় সব নির্দেশ জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আসলে কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদিত হতে পারে। প্রতি বছর মার্চ মাসের ১ম সপ্তায় এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। দেশের অধিকাংশ স্কুল তখন বন্ধ থাকে। তাই শিক্ষা সপ্তার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলার জন্য ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া তখন খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা তখন পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় নিজ নিজ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম সুষ্ঠুভাবে যথাস্থানে প্রেরণ করতে পারেন না।

যেহেতু পুরো অনুষ্ঠানটি জেলা থেকে জাতীয় পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে আবর্তিত, সুতরাং তাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ব্যতীত কোন কিছুই করণীয় থাকে না। শিক্ষা সপ্তার প্রাথমিক এবং দুরূহ কাজটি যেহেতু জেলা শিক্ষা অফিসারের সম্পন্ন করতে হয়, সেহেতু জেলা শিক্ষা অফিসারের বিভাগীয় পর্যায়ে একজন সদস্য মনোনীত করলে জেলা পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী সেখানে ঠিকমত অংশগ্রহণ করতে পারল কি-না সেটা সনাক্ত করা সম্ভব। জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত অনুষ্ঠানে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পুরস্কৃত হবে তাদের একটি তালিকা জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করলে শিক্ষা সপ্তার একটি সুষ্ঠু রেকর্ড সংরক্ষণ করা যাবে। কারণ জেলা শিক্ষা অফিসারগণ জেলা পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপারের একটি ধারণা দিতে বা সহায়তা করতে সক্ষম। তাই প্রতি বছর অন্ততঃ ২৮ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যদি বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষা সপ্তার কাজ সম্পন্ন করা যায়, তবে এ উদ্যোগটি আরো সাফল্যজনিত হবে। আর এ জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রদান করলে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাইজ, সার্টিফিকেটের প্রতিযোগিতার স্থানের ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ মিটিয়ে অনুষ্ঠানটিকে আরো সুন্দরভাবে সমাপ্ত করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

—ফজিলাতুন নেসা